মাসিক কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আফজাল হোসেন
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা মো: মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬, ০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor Mohammad Abdul Haque
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

১০টি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশে ১০টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এগুলো হলো : আবদুল মোনেম ইকোনমিক জোন, একে খান ইকোনমিক জোন, আমান ইকোনমিক জোন, বে ইকোনমিক জোন, মেঘনা ইকোনমিক জোন, মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, মিরসরাই ইকোনমিক জোন, পাওয়ারপ্যাক ইকোনমিক জোন, সাবরং ট্যুরিজম পার্ক এবং শ্রীহট্ট ইকোনমিক জোন। এগুলো হবে দেশে এ ধরনের প্রথম অর্থনৈতিক জোন। এগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড উদ্বোধন করে তিনি উদ্যোক্তাদের প্রতি এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে আমি স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা কামনা করব, যাতে বিনিয়োগকারীরা একটি সুন্দর পরিবেশে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে পারেন। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পক্ষে সহায়ক। তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার থেকে এই দশটি ইকোনমিক জোনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমান সরকারকে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়বান্ধব সরকার হিসেবে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এ থেকে কোনো ব্যবসায় করতে চাই না। বরং আমরা চাই ব্যবসায়ীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে। কারণ, আমরা দেশের দ্রুত উন্নয়ন চাই। তিনি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতিও আহ্বান জানান উল্লিখিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই উপলক্ষে দেয়া এক বাণীতে বলেন– 'আমরা ২০১০ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক আইন প্রণয়ন করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করি। এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিই, যা ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং আর ৪ হাজার কোটি ডলারের রফতানি বাড়াবে।' বাণীতে তিনি আরও বলেন, '২০২১ সাল নাগাদ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত করার সরকারি লক্ষ্যমাত্রা, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় আমরা ইতোমধ্যেই ৫৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করেছি। দেশের উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ ব্যবস্থার আওতায় জোন ডেভেলপার নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে নিজস্ব অঞ্চল স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছি।'

আমরা মনে করি, সম্প্রতি উদ্বোধন করা এই দশটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কর্ম শেষ হলে এবং ভালোয় ভালোয় তা চালু হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে যেমনি বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তেমনি ব্যাপকভাবে বাড়বে রফতানি আয়ও। এসব রফতানি অঞ্চল গড়ে তোলায় আমরা পাব বিপুল পরিমাণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ। উল্লিখিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে যদি আগামী দেড় দশকে অঞ্চলপ্রতি ১ বিলিয়ন ডলার করেও বিনিয়োগ করি, তবে মোট বিনিয়োগ আসবে ১০০ বিলিয়ন তথা ১০ হাজার কোটি ডলার। ধরে নেয়া যায়, এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হবে একটি বিপুল অঙ্কের অর্থ। আর এর মধ্যে আইসিটি অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগের পরিমাণ নিছক কম হবে না। এর ১০ শতাংশও যদি আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ হয়, তবে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ আইসিটি অবকাঠামো খাতে ব্যয় হবে। সেটুকুতে ভাগ বসাতে আমরা জাতি হিসেবে কতটুকু প্রস্তুত সে প্রশ্নও কিন্তু পাশাপাশি এসে যায়। আমরা যদি সেজন্য নিজেদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে না পারি, তবে অবকাঠামো খাতের অর্থ চলে যাবে বিদেশিদের হাতে, বিশেষ করে ভারতীয়দের হাতে। তাই আইসিটি খাতের অবকাঠামো খাতে যাতে আমরা নিজেরা বিনিয়োগ করতে পারি, সে ব্যাপারে সরকারি ও দেশীয় বেসরকারি খাতকে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে যে বিনিয়োগ হবে, তার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বিনিয়োগ হবে আইটি অবকাঠামো খাতে। কারণ, আজকের দিনে শিল্প খাতের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। চাইলেই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন আমরা এড়িয়ে চলতে পারব না। তাই উল্লিখিত অর্থনৈতিক জোনগুলো থেকে সত্যিকারের উপকার নিজেদের পকেটে পুরতে হলে নিজেদের ডিজিটালি প্রস্তুত করার কথাটি যেনো আমরা ভুলে না যাই। সবশেষে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে গড়ে উঠতে যাওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর সফল বাস্তবায়নের কামনা রইল।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● সৈয়দ হাসান মাহমুদ ● সৈয়দ হোসেন মাহমুদ ● মো: আবদুল ওয়াজেদ